দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... 18 JUN 2008 ...

অপ্রয়োজনীয় স্কুল মাদ্রাসা হাজার হাজার অথচ প্রয়োজনের জায়গায় নেই

॥ নিজামুল হক ॥

দেশে সরকারি সুবিধাপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় হাজার। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে সরকারি ভাষায় বলা হয় এমপিওভুক্ত

বেসরকারি শিক্ষার বেহাল দশা ১

- রাজশাহীর এক উপজেলায় আছে ২১টি কলেজ
- সবচেয়ে বেশি অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে দিনাজপুরে ৩৬৬টি

া প্রতিষ্ঠান। ব প্রতিষ্ঠানের ক-কর্মচারীরা নের মূল টি পেয়ে কন সরকারের কাছ থেকে। বিগত দশকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে প্রধানত রাজনৈতিক বচনায়। স্থানীয় সংসদ সদস্য কিংবা বশালী রাজনৈতিক নেতাদের ইচ্ছা যায়ী খোলা হয়েছে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান। প্রভাব খাটিয়ে অনেকেই জর নামে অথবা পিতা-মাতার নামে হাইস্কুল অথবা আলিয়া মাদ্রাসা ষ্ঠা করেছেন। এ ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনের বেলায় বাস্তব প্রয়োজনের য় ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছাই প্রাধান্য পেয়েছে। যে কারণে বিগত এক দশকে এমন বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অস্বাভাবিক কম। অথচ অনেক জায়গায় প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা ভোগান্তির কবলে পড়ছে। শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে অনেক জনপদ।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অপরিকল্পিত-ভাবে গড়ে উঠা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৫ হাজার। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগই বলা যায় অপ্রয়োজনীয়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলও অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। তারপরও এমপিওভুক্ত হওয়ার কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের পেছনে প্রতিমাসে সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ প্রয়োজনীয় জায়গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না (২য় পঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

অপ্রয়োজনীয় স্কুল

(প্রথম পৃঃ পর)

থাকার কারণে বহু শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হতে পারছে না।

অনুসন্ধানে জানা যায়, রাজশাহীর ১টি উপজেলায় ২১টি কলেজ রয়েছে। যশোরের ১টি ইউনিয়নে ২টি গার্লস কলেজ রয়েছে। অথচ বান্দরবান জেলার চারটি উপজেলায় ৮টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন থাকলেও সেগুলো স্থাপনের কোনো উদ্যোগ নেই। শিক্ষাবিদরা বলছেন, এ ধরনের অপরিকল্পিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কারণে সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমতি পেতে হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসংখ্যা ন্যূনতম ৮ হাজার হতে হবে। এছাড়া পৌর ও শিল্প এলাকায় নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে সন্নিহিত ১ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকার শর্ত রয়েছে। মফস্বল এলাকার জন্য এই শর্ত তিন কিলোমিটার পর্যন্ত। একইভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা হতে হবে ন্যূনতম ১০ হাজার। মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা ১০ হাজার এবং এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব হবে ১০ কিলোমিটার। কিন্তু বিগত দুইটি রাজনৈতিক সরকারের আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বেলায় এসব নিয়মের কোন অংশই মানা হয়নি। ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছায় ও রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান ও এমপিওভুক্ত করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫ হাজার ৫৯০টি অপ্রয়োজনীয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও ৩ হাজার ৭০৭টি প্রয়োজনীয় স্থানে নেই কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী এসব স্থানে অনেক আগেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হওয়ার কথা। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, অপ্রয়োজনীয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে বান্দরবানে ৩টি স্কুল, চট্টগ্রামে ২০টি স্কুল, ৯টি মাদ্রাসা ও ১৩টি কলেজ, কক্সবাজারে ১৩টি স্কুল ও ২টি মাদ্রাসা, রাঙামাটিতে ৫টি স্কুল ও ১টি কলেজ, খাগড়াছড়িতে ৫টি স্কুল, বি-বাড়িয়ায় ১২টি স্কুল, ৩টি মাদ্রাসা ও ৭টি কলেজ, চাঁদপুরে ১১টি স্কুল, ৪৬ টি মাদ্রাসা, ৯টি কলেজসহ ৬৬টি অতিরিক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। একইভাবে কুমিল্লায় বিভিন্ন ধরনের ১৮৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ফেনীতে ৩৯টি, লক্ষ্মীপুরে ১২৮টি, নোয়াখালীতে ১৩টি, ঢাকায় ২২টি, গাজীপুরে ১২৯টি, মানিকগঞ্জে ১১টি, মুন্সীগঞ্জে ৯টি, নরসিংদীতে ৪৩টি, ফরিদপুরে ১৩টি, রাজবাড়ীতে ৩০টি, মাদারীপুরে ৩৪টি, গোপালগঞ্জে ২৫টি, জামালপুরে ৫০ টি, শেরপুরে ১৫টি, কিশোরগঞ্জে ৪২টি, ১০১টি, বাগেরহাটে ১৭৩টি, কুষ্টিয়ায় ৭টি, মেহেরপুরে ২টি, যশোরে ৩২৯টি, নড়াইলে ৩৬টি, ঝিনাইদহে ৪২টি, মাগুরায় ৬৩টি, বরিশালে ১৩৪টি, পটুয়াখালীতে ২৮৯টি, বরগুনায় ১৩৮টি, পিরোজপুরে ২৫৫টি, ঝালকাঠিতে ১৯৪টি, ভোলায় ৯৯টি, পঞ্চগড়ে ১১৭টি, ঠাকুরগাঁওয়ে ১৮৪টি, দিনাজপুরে ৩৬৬টি, নীলফামারীতে ৮৪টি, রংপুরে ২১৯টি, গাইবান্ধায় ১৭৮টি, লালমনিরহাটে ৩৮টি, কুড়িগ্রামে ১৬৪টি, বগুড়ায় ১৫৩টি, জয়পুরহাটে ৮০টি, নওগাঁয় ১৯২টি, রাজশাহীতে ৩০১টি, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১০৮টি, নাটোরে ১১৭টি, সিরাজগঞ্জে ১০১টি, পাবনায় ৫০টি এবং সিলেটে ১৭টি অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

শিক্ষা প্রশাসনের এই হিসাব অনুযায়ী দেশে সর্বোচ্চ ৩৬৬টি অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে দিনাজপুরে। সংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যশোর জেলা। এ জেলায় অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩২৯টি।

অন্যদিকে সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী বান্দরবান জেলার বিভিন্ন স্থানে আরো ২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা রয়েছে। একইভাবে চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় আরো ১৩৯টি স্কুল, ১২৯টি মাদ্রাসা ও ১৮টি কলেজের প্রাপ্যতা রয়েছে। এছাড়া সামগ্রিক জনসংখ্যার অনুপাতে দেশের ১৯৭টি উপজেলায় ১ হাজার ৬৯৮টি স্কুল, ২৮৩টি উপজেলায় ১ হাজার ৬৯১টি মাদ্রাসা এবং ১৮২টি উপজেলায় ৩১৯টি কলেজের প্রয়োজন রয়েছে। সবমিলিয়ে আরো ৩ হাজার ৭০৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা থাকলেও এগুলো প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে এসব এলাকার শিক্ষার্থীরা নিকটবর্তী স্থানে পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, দেশে বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সবমিলিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩১ হাজার ২৫৯টি। এর মধ্যে এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৯ হাজার ৭৭৮টি। রাজশাহী বিভাগে সর্বোচ্চ ১০ হাজার ৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা দেশের মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক-তৃতীয়াংশ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে এমন বৈষম্যের প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি দৈনিক ইত্তেফাককে বলেন, শিক্ষার্থী সংখ্যা ও পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনায় নিয়ে সরকার অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। একইভাবে প্রয়োজনীয় স্থানগুলোতে